সামাজিক যুদ্ধে আমার পথ চলা

– নিকোলাস গমেজ

আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, মঠবাড়ী আর্থ সমাজিক উন্নয়নের জন্য। ক্রেডিট ইউনিয়নের শিক্ষা ও আদর্শ সম্মিলিত ভাবে স্বচ্ছল ও দায়িত্ববান মানুষ হতে শিক্ষা দেয়, আমরা ৫০ বছরে তার সফলতা পেয়েছি। আজ শুভক্ষণে সকলের প্রতি আহ্বান আসুন সকলে মিলে এক সাথে এ-জুবলি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করি ।

১৯৭৫ সালে মঠবাড়ী সাধু আগষ্টিনের গির্জার ৫০ বছর পূর্তি জুবিলী অনুষ্ঠান মিশনে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হল। তারই অংশ হিসাবে মিশনকে ৪টি ব্লকে ভাগ করে ৪টি নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যথারীতি নাটকের রিহার্সেল চলতে থাকে, শেষের দিকে ৪টি নাটকের বই আর্চবিশপ হাউজের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয় এবং আর্চবিশপ হাউজ থেকে ৪টি বই-ই মান সম্মত এবং শিক্ষনীয় বিষয় আছে বলে অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জুবিলী অনুষ্ঠানের পূর্ব মুহূর্তে মাল্লা গ্রামের ব্লকের নাটকটি অজ্ঞাত কারণে বাতিল করা হয়। তার প্রতিবাদে মাল্লা গ্রামবাসি জুবিলী অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া থেকে বিরত থাকে এবং পরবর্তীতে পাস্কাপর্বের সময় নাটকটি মিশনে মঞ্চস্থ করা হয় যা সাধারণ মানুষের প্রচুর প্রশংসা কুড়ায় যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তী বৎসর সাধু আগষ্টিনের পার্বণে জনগণের বিশেষ অনুরোধে নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ করতে বাধ্য হই। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বর্গীয় পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও নাটকটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপভোগ করেন এবং আশাতীত লোক সমাগম হয়।

এরপর মিশন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলাম পুরো দশ বছর এরই মধ্যে মঠবাড়ী বলিকা বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে আমার বড় ভাই স্বর্গীয় সিলভেস্টার গমেজ গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। বিভিন্ন সময় শিক্ষকদের বড়দিন বা অনান্য অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করে আপ্যায়ন করে স্কুলের কাজে আমাকে জড়াতে চাইতেন। কিন্তু আমি আত্মাভিমানে নিজেকে এ বিষয় থেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম। ১৯৮৫ সাল। তখন আমি মগবাজারে স্বপরিবারে বাস করি। হঠাৎ মঠবাড়ী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বসিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক আমার বাসায় গিয়ে ২-৩ ঘন্টা সময় ধরে আমাকে স্কুলের চেয়ারম্যান পদ গ্রহণ করার অনুরোধ করে। কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি না হওয়ায় তারা চলে যেতে বাধ্য হন। কিছুদিন পর আবার তারা দ্বিতীয়বারের মত আমার বাসায় এসে একই প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে অনুরোধ করেন। এবার আমি আর তাদের ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করে দেখতে পেলাম শিক্ষকদের ৮ মাসের বেতন বাকী। বাঁশের তৈরী ভাঙ্গা বেড়া। উপরে টিনের নিচু চাল। এরই মধ্যে শিক্ষকগণ ক্ষুদে শিক্ষাথীদের পাঠদান করতেন। আমি ভাবলাম স্কুলের জন্য একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু কোন অভিজ্ঞতাই আমার নেই। তাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লাম। এবার শুরু হল আমার স্কুল নিমার্ণের যুদ্ধ। বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ শুরু করলাম। ১৭ হাজার থেকে ৮০ হাজার টাকার বেশী দিতে রাজী হল না কোন প্রতিষ্ঠান। আমি তা গ্রহণ করিনি কারণ এ অর্থ দিয়ে স্কুলের নিজস্ব জায়গায় পাকা ইমারত করা যাবে না। শেষ পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ এ যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। যাওয়ার প্রাক্কালে স্বগীয় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র কাছে এ ব্যাপারে সহযোগিতা চাইলাম। তিনি বললেন,তুমি নিজে যাও যদি না হয় তখন আমি দেখব। স্বর্গীয় পাল-পুরোহিত এলিয়াস রিবেরু, প্রধান শিক্ষক ও আমি যোসেফ রোজারিও'র সহাযোগিতায় ওয়ার্ল্ড ভিশন অফিসে গেলাম। অপারেশন ডিরেক্টর মিঃ গ্ল্যান গ্রেভিয়ারের সাথে আলোচনায় বসলাম। দীর্ঘ ৪৫মিনিট চেষ্টা করার পর তিনি জানালেন স্কুল গৃহ নির্মাণ করা আমাদের কাজ নয়। আমি আবারও চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই তিনি রাজি হলেন না। আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লাম। এবার বিদায় নেবার পালা। একটু বিরক্তির ভাব নিয়ে গ্লান সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কার্যক্রমগুলি কি কি? উনি ধারাবাহিক ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা দিলেন; এর মধ্যে কমিউনিটি উন্নয়ন কথাটি ছিল। তখন আমি বললাম, শিক্ষা ছাড়া তুমি কমিউনিটি উন্নয়ন করতে পারবে না। তিনি একটু হাস্যোজ্বলভাবে উত্তর দিলেন, আমরা স্কুলের বাচ্চাদের বই-খাতা, পেন্সিল, টিফিন ও বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে সহযোগিতা দিয়ে থাকি। এটা শোনার পর আমি তাকে বললাম, তুমি বাচ্চাদের সমস্ত কিছু দিয়ে যদি বল স্কুলে যাও, যদি কোন স্কুলই না থাকে তা হলে তারা কোথায় যাবে? তাহলে কি করে তোমার কমিউনিটি উন্নয়ন হবে। এবার উনি কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। ক্ষাণিক পরে হাসির মধ্যে দিয়ে তিনি নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললেন, "Nicholas is very clever; I must work for Mothbari Girls' High School. Puspo open the file - আমি মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিলাম।